

📖 হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত গাইড

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৯ জিলহজ্জ : উকুফে আরাফা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

আরাফা দিবসের ফজিলত

জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখকে ‘য়াউমে আরাফা’-আরাফা দিবস বলে। এক আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম দিবস আরাফা দিবস। আল্লাহ তাআলা, আরাফা দিবসে, তাঁর বান্দাদেরকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘এমন কোনো দিবস নেই যেখানে আল্লাহ তাআলা আরাফা দিবস থেকে বেশি বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই নিকটবর্তী হন, ও তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন, বলেন—ওরা কী চায়?[1] অন্য এক হাদিসে এসেছে, ‘আল্লাহ তাআলা আরাফায় অবস্থানরতদেরকে নিয়ে আকাশবাসীদের সাথে গর্ব করেন। তিনি বলেন, আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা আমার কাছে এসেছে এলোথেলো ও ধুলায় আবৃত অবস্থায়।[2]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফার ময়দানে সূর্যাস্তের পূর্বে বেলালকে (রাঃ) নির্দেশ দিলেন মানুষদেরকে চুপ করাতে। বেলাল বললেন: আপনারা রাসূলুল্লাহ (রাঃ) এর জন্য নীরবতা অবলম্বন করুন। জনতা নীরব হল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘হে লোকসকল! একটু পূর্বে জিবরাইল আমার কাছে এসেছেন। তিনি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আহলে আরাফা ও আহলে মুয়দালেফার জন্য আমার কাছে সালাম পৌঁছিয়েছেন, ও তাদের অন্যায়ের জিন্মাদারি নিয়েছেন। ওমর দাঁড়িয়ে বললেন, য্যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! এটা কি শুধুই আমাদের জন্য? তিনি বললেন, এটা তোমাদের জন্য ও তোমাদের পর কেয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের জন্য। ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর অনুকম্পা অটল ও উত্তম।[3]

আরাফা দিবস মুসলমানদের ওপর আল্লাহর দ্বীন ও নেয়ামত পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিবস। তারিক ইবনে শিহাব থেকে বুখারির এক বর্ণনায় এসেছে, ইহুদিরা ওমর (রাঃ) কে বলল: আপনারা একটি আয়াত পড়েন, যদি তা আমাদের ওপর নাযিল হতো তাহলে এ দিবসে আমরা উৎসব পালন করতাম। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি অবশ্যই জানি কী উদ্দেশ্যে ও কোথায় তা নাযিল হয়েছে, এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোথায় ছিলেন যখন তা নাযিল হল। (তা ছিল) আরাফা দিবস। আর আমরা-আল্লাহর কসম- আরাফার ময়দানে। সুফয়ান বলেন, দিনটি জুমাবার ছিল কি-না, আমার সন্দেহ আছে। (আয়াতটি ছিল : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম)[4] ([5])

আরাফা দিবসের রোজা, পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।[6] তবে এ রোজা হাজিদের জন্য নয়, বরং যারা হজ্জ করতে আসেনি তাদের জন্য। হাজিদের জন্য আরাফার দিবসে রোজা রাখা মাকরুহ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজ্জের সময় আরাফা দিবসে রোজা রাখেননি। বরং সবার সম্মুখে তিনি দুধ পান করেছেন।[7] ইকরামা থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বাড়িতে প্রবেশ করে আরাফা দিবসে আরাফার ময়দানে থাকা অবস্থায় রোজা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফার ময়দানে আরাফা দিবসের রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন।[8]

ফুটনোট

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله - [1]
فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟
(مسلم : ١٥٨٤)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يباهي بأهل عرفات - [2]
(مسند أحمد : ٢/٢٢٨) أهل السماء ، فيقول لهم انظروا إلي عبادي جاؤوني شعثا غربا

عن أنس رضي الله عنه قال : وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كانت الشمس تغرب ، فقال - [3]
: يا بلال أنصت لي الناس ، فقام بلال ، فقال : أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصمت الناس .
فقال : يا معشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن
عنهم التبعات ، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله هذا لنا خاصة قال : هذا لكم
ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة ، فقال عمر بن الخطاب : كثر خير الله وطاب؟

(আলমাতজার আররাবেহ : ২৩৬ ; ইবনে মুবারক হাদিসটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন)

[4] - বোখারি : হাদিস নং ৪৬০৬

[5] - আরাফা দিবসে দ্বীন পরিপূর্ণ করে দেয়ার অর্থ কী? এর ব্যাখ্যায় ইবনে রজব বলেন, ওই দিবসে দ্বীনকে
পরিপূর্ণ করে দেয়া কয়েকভাবে ঘটেছে। এক. মুসলমানরা, হজ্জ ফরয হওয়ার পর, নিরেট ইসলামী আবহে
ইতোপূর্বে হজ্জ পালন করেননি। অধিকাংশ ওলামা এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। দুই. আল্লাহ পাক হজ্জকে (এই
দিনে) ইব্রাহীমী ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনেন, এবং শিরক ও মুশরিকদেরকে বিচ্ছিন্ন করেন। অতঃপর আরাফার ওই
স্থানে তাদের কেউই মুসলমানদের সাথে মিশ্রিত হয়নি।

নেয়ামতের পরিপূর্ণতা ঘটেছে আল্লাহর ক্ষমা-মার্জনা লাভের মাধ্যমে। কেননা আল্লাহর ক্ষমা ব্যতীত নেয়ামত
পরিপূর্ণ হয়না। এর উদাহরণ, আল্লাহ তা'লা তাঁর নবীকে বলেন, وَمَا تَأْخُرُ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيُتِمِّ

যাতে আল্লাহ ক্ষমা করেন তোমার অতীতের ও ভবিষ্যতের ত্রুটি, ও পূর্ণ করে দেন তোমার ওপর তাঁর নেয়ামত।
আর প্রদর্শন করেন তোমাকে সরল পথ (সূরা আল ফাতহ: ২)

عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : يكفر السنة الماضية - [6]
(مسلم : ١١٦٣) والباقية

[7] - দেখুন : মুসলিম : হাদিস নং ১১২৩-১১২৩

[8] - عن عكرمة قال : دخلت على أبي هريرة في بيته ، فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات ؟ فقال : نهى -
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات (মুসনাদে আহমদ: ২/৩০৪, আহমদ শাকের
বলেছেন : হাদিসটির সনদ শুদ্ধ)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3510>

 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন